EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পরমাণু পাচার রোধে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ যৌথ অপারেশন শুরু

এনএনএসএ-র মেগাপোর্ট কর্মসূচীর অংশ হিসেবে তেজস্ক্রিয়তা চিহ্নিতকরণ যন্ত্র স্থাপন

ওয়াশিংটন, ডি.সি. ৫ই জুলাই - ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার সিকিউরিটি এ্যাডিমিনিষ্ট্রেশন (এনএনএসএ) আজ ঘোষণা করেছে যে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পরমাণু বিকিরণ চিহ্নিতকরণ যন্ত্র স্থাপন এবং তা চালু করা হয়েছে যা বিশ্বব্যাপী পরমাণু সন্ত্রাস মোকাবেলায় সমন্বিত প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

এনএনএসএ-র এই বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় বস্তু চিহ্নিত করতে জাহাজের কন্টেইনারগুলোকে স্ক্যান করা যাবে। বাংলাদেশে এখন আমদানি ও রপ্তানিকৃত কন্টেইনারের ৮০% এর বেশী কন্টেইনার স্ক্যান করা যাবে যা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ব্যাস্ত বন্দরগুলোর অন্যতম চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্জন।

"দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম নৌ-পরিবহণ কেন্দ্র চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে এ ধরণের স্থাপনার সফলতা সন্ত্রাসী, পাচারকারী ও পারমানবিক অস্ত্র বিস্তারকারীদের হাত থেকে এটি রক্ষা করতে আমাদের সমন্বিত সংকল্পকেই প্রমাণ করেছে ," বলেন এনএনএসএ-র ডেপুটি এ্যাডিমিনিষ্ট্রেটর ফর ডিফেন্স নিউক্লিয়ার নন্‌প্রলিফেরেশেন এ্যানি হ্যারিংটন। " বাংলাদেশের সাথে এই অংশীদারিত্ব বিশ্বজুড়ে পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় পদার্থজনিত সন্ত্রাসবাদের হুমকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হিসেবে একসাথে কাজ করার গুরুত্ব বহন করছে এবং সেই সাথে প্রেসিডেন্ট ওবামার পারমণবিক প্রতিরক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়নে এটি একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।"

২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী এনএনএসএ-র সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স (এসএলডি) প্রোগ্রাম অর্থ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, এনবিআর, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, এবং বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন এর সাথে কাজ করছে তেজস্ক্রিয়তা চিহ্নিতকরণ যন্ত্র স্থাপনে যা চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পরিবাহিত আমদানি-রপ্তানিকৃত বেআইনী পারমাণবিক ও আন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ চিহ্নিত, পরিবহনে বাধা ও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করতে সহায়তা করবে। বর্তমানে এনএনএসএ-র মোট লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী ১০০ মেগাপোর্টের মধ্যে ৩৭ টিতে এই যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে মেগাপোর্ট কর্মসূচী এনএনএসএ-র সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স (এসএলডি) প্রোগ্রাম এর অংশ যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বিদেশী সরকারের সহযোগিতায় স্থলবন্দন, বিমান বন্দর ও সমুদ্রবন্দরে তেজস্ক্রিয়তা চিহ্নিতকরণ যন্ত্র ও পরিপূরক যোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হচ্ছে। এসএলডি প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে সরকারী স্থানীয়

সীমান্তরক্ষী কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় পাচারকৃত পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদি চিহ্নিত করতে। এসএলডি-এর কর্মসূচীতে রয়েছে যন্ত্রগুলোর টেকসই ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিৎ করা। এনএনএসএ এই ধরণের যন্ত্রপাতি ৩৭ টি মেগাপোর্টের ৩৫০ টি স্থানে স্থাপন করেছে।

কংগ্রেস কর্তৃক ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত এনএনএসএ যুক্তরাষ্ট্রের এনার্জী ডিপার্টমেন্টের একটি আধা সায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যারা জাতীয় নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানসমূহে পারমাণবিক বিজ্ঞান এর সামরিক প্রয়োগ করে থাকে। এনএনএসএ পারমাণবিক পরীক্ষা ব্যতিরেকে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র মজুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও এর নিরপিত্তা, নির্ভরযোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে; গণবিদ্ধস্তি অস্ত্রের বিশ্বব্যাপী ভয়াবহতা কমাতে কাজ করে; যক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীকে নিরাপদ ও যথাযথ পারমাণবিক প্রচালনায় সাহায্য করে; এবং যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ পারমাণবিক ও তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারে জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করে।

==========

জিআর/ ২০১১

দ্রষ্টব্য: *এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট: dhaka.usembassy.gov যোগাযোগ করুন।*